আশার বাতিঘর

সম্পাদকীয়

প্রকাশ : ২৫ এপ্রিল ২০২৫, ০৭ : ৫২

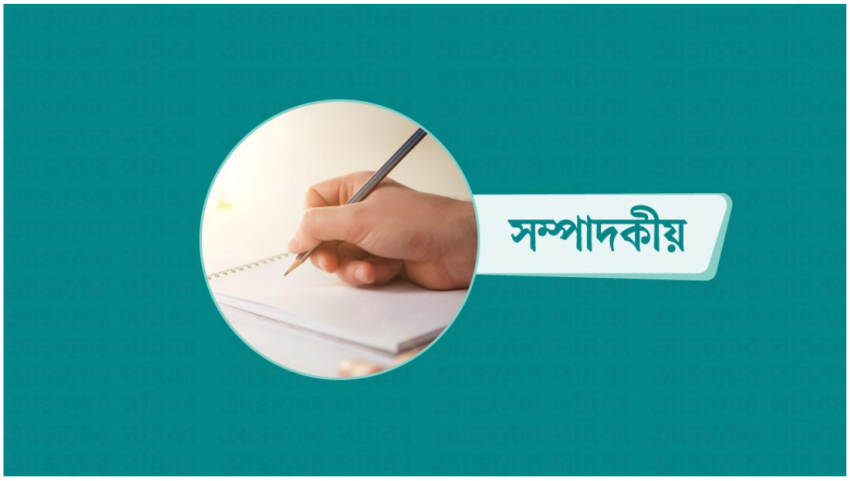

কাতারের দোহায় আর্থনা সম্মেলনে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বলেছেন, বাংলাদেশ এখন এমন এক অবস্থায় দাঁড়িয়ে, যেখানে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি করার সুযোগ এসেছে। এটি এমন এক চুক্তি, যেখানে রাষ্ট্র ও জনগণ, বিশেষ করে যুবসমাজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং সুযোগের ভিত্তিতে একটি ভবিষ্যৎ একত্রে গড়ে তুলবে। তিনি বলেছেন, 'আমরা পৃথিবীর জন্য আশার এক বাতিঘর হিসেবে দাঁড়াতে চাই।'

কোনো সন্দেহ নেই, প্রধান উপদেষ্টার এই কথাগুলো আশাজাগানিয়া। দেশের বাস্তব পরিস্থিতি যদি সত্যিই এ রকম কোনো সম্ভাবনার জানান দিত, তাহলে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীই বাংলাদেশের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের ফলে লাভবান হতো। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এই আশাবাদকে কাজে পরিণত করার উপযোগী কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

গত বছরের আগস্ট মাসের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পর থেকে যতই দিন গেছে, ততই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জটিলতা বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক—এ কথা অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে কাছের মানুষটিও বলবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য সে রকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রাস্তাঘাটে মব সংস্কৃতি এখনো দোর্দণ্ড প্রতাপে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের দিন ঢাকা শহরের সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে অবস্থিত দুটি কলেজের শিক্ষার্থীরা যে তুচ্ছ কারণে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং একটি কলেজের সাইনবোর্ড উপড়ে ফেলার সময় যেভাবে উপস্থিত পুলিশ নির্বিকারভাবে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, তাতে জনগণের না বোঝার কোনো কারণ নেই যে

পঠিত সর্বশেষ

১ নারী কমিশনের রিপোর্ট বাতিল হলে অন্যগুলোও বাতিলযোগ্য : উম্মামা ফাতেমা

২ এস আলমের জামাতার পেটে ৩৭৪৫ কোটি টাকা

৩ হেফাজতের সমাবেশে জুলাইয়ের নারীদের গালিগালাজের নিন্দা জানাই:...

৪ পিপির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ৪৯ জন সহকারী পিপির

৫ ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী নেই ১ শতাংশও

এলাকার খবর

বিভাগ

জেলা

উপজেলা

খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কিশোরগঞ্জের দুই নেতা বহিষ্কার

পিপির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ৪৯ জন সহকারী পিপির

নারী কমিশনের রিপোর্ট বাতিল হলে অন্যগুলোও বাতিলযোগ্য : উম্মামা ফাতেমা

আইনশৃঙ্খলা এখনো অরাজক অবস্থায় রয়েছে। দেশে এখনো ঐকমত্য তো দূরের কথা, বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সংগঠনের স্বাভাবিক নিয়মে কিছুক্ষণ একসঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মাস্তানি কিছুই কমেনি। যে ছাত্র নেতৃত্বের দিকে আগ্রহ ও আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল মানুষ, তাঁরা এখন পর্যন্ত এমন কোনো আশাবাদী কাজ করেননি, যাতে মুগ্ধ হবে জনগণ। বরং ইদানীং সদ্য ভূমিষ্ঠ রাজনৈতিক দলটির কারও কারও বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠছে, এ কারণে দল থেকে কাউকে কাউকে বহিষ্কারও করা হচ্ছে, তাতে খুব শিগগির একটা আশাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই দেশ, এ রকম ভরসা রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। আরও ভয়ংকর ব্যাপার, জনগণের সঙ্গে বোঝাপড়া না করেই জনগণ কী চায়, রাজনৈতিক দলগুলো সে কথা বলে বেড়াচ্ছে। তাদের মাধ্যমেই জনগণকে জানতে হচ্ছে নিজের মনের কথা, ভাবা যায়! রাজনৈতিক অনৈক্য এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রকটভাবে দৃশ্যমান। এ রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে আশার বাতিঘর বানানোর স্বপ্ন কতটা আশ্বস্ত করতে পারে দেশের মানুষকে, তা দেশের জনগণ ভেবে দেখতে পারে।

তবে আশার বাতিঘর হোক বাংলাদেশ, এটা সবাই চায়। সেটা হতে হবে পারস্পরিক সহনশীলতা, বাক্‌স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সততা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যিকার অঙ্গীকারের মাধ্যমে।

আমরা যত দিন পর্যন্ত সেই অঙ্গীকারের কাছাকাছি না যাব, বরং ক্ষমতা যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে ফ্যাসিবাদের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে, তত দিন এই আশা বেদনার বালুচরে আছড়ে পড়তে থাকবে। জনগণ তা থেকে মুক্তি চায়।

বিষয়: মতামত | কাতার | সম্পাদকীয় | দোহা | ড. মুহাম্মদ ইউনূস | ছাপা সংস্করণ | আজকের মতামত

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নারা কামশন তোরর জন্য জুলাহ বিপ্লবে কেউ জীবন দেয়নি: মাহমুদুর রহমান

আয়ারল্যান্ডের নিচে নেমে গেল বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

বিলুপ্ত হওয়া গাছগুলো কি আর ফিরে আসবে

পৃথিবীর ঘূর্ণন চক্রের সঙ্গে সঙ্গে সবই ঘোরে, কালের চক্রও। সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে আবির্ভাব যে...

১২ ঘণ্টা আগে

সংঘাত পরিহার করবে বিএনপি

একটি শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু গত কয়েক...

১৩ ঘণ্টা আগে

মুক্ত গণমাধ্যম, মুক্তিযুদ্ধ এবং মোবাইল ফোন

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৩ মে পালিত হ...

২ দিন আগে

আস্থা-অনাস্থার সম্পর্ক বনাম মানবিক করিডর

দেশের রাজনীতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সংস্কার এবং নির্বাচনের বিষয় তো আছেই। নির্বাচনে...

২ দিন আগে